# এই শহরে এই বন্দরে

কাইউম পারভেজ

।। উনত্রিশ ।।

স্লামালেকুম - অর্পন বলছি ।
ওয়ালেকুমাস্সালাম - দেওয়ান বলছি । কি ব্যাপার ফোন ধরছো না কেন? আমি ভাবলাম এই উইকডে-তে ভর সন্ধ্যায় আবার কোথায় হাওয়া হয়ে গেলে । তোমাদের তো আবার "উঠলো বাই চল দরগায় যাই" ।
না দোস্ত দরগায় যাইনি । ঘরেই ছিলাম । আই মিন - নিচ তলায় গ্যারেজে গিয়েছিলাম আর বর্ণা কাজ থেকে ফিরে গোছলে ঢুকেছে ।
এর মধ্যে কত কিছু ঘটেছে - ঘটে যাচ্ছে তোমাদের কোন রা নেই ।
যেমন?
যেমন আর কি - এই ধরো গিয়ে সেভেন সেভেনে লন্ডনে বোমা হামলা, আমাদের ইন্টারনেট গুলোতে এর বিরুদ্ধে ওর শেলিং, আর ঢাকায় তথাকথিত র‍্যানডাম ক্রস ফায়ার । মনে হচ্ছে কেমন একটা "সিরিংখলার' (শৃংখলার) মধ্যে পড়ে গেছি । ওই যে মনে নেই দেশে থাকতে একটা নাটক দেখেছিলাম কি যেন নাম - যার মধ্যে মামুনুর রশীদ কেবল বলেন তাঁর মেয়েকে - ময়নারে কেমন একটা "সিরিংখলার' মধ্যে পইড়ে গেলাম ।
শোন দেওয়ান খবরতো আরো আছে ।
সেগুলো কি?
আগষ্টে বঙ্গবন্ধু পরিষদের আমন্ত্রনে লেখক কলামিষ্ট আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী আসছেন সিডনীতে । তার পরপরই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অষ্ট্রেলিয়া শাখার আমন্ত্রনে আসার কথা শুনছি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের । এদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ্যাশফিল্ড পার্কে প্রস্তাবিত শহীদ মিনার স্থাপনের জন্য দশ হাজার ডলার দিয়েছেন ।
অর্পন - প্রধানমন্ত্রী তো জাপানে নবনির্মিত শহীদ মিনার নির্মানের জন্যেও আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন, তাই না?
হ্যাঁ তাই । আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই । কিন্তু এই যে সব উল্লেখযোগ্য খবর - এগুলোর চেয়েও একটা খবর আমাকে সবচে' বেশী "সিরিংখলার' মধ্যে ফেলে দিয়েছে । আমার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে উঠছে । মনে হচ্ছে-
আহা কি হয়েছে আগে বলো না ।
শুনলে তোমারও মাথা গরম হয়ে যাবে ।
বেশ - মাথা ঠান্ডা রাখারই চেষ্টা করবো । বলো ।
কি আর বলবো । শর্মিলা বসু-র নাম শুনেছো?
আমিতো শর্মিলা বলতে শর্মিলা ঠাকুর - সেই যে নায়িকা

হ্যাঁ অর্পন ভাই - আপনার বন্ধু দেওয়ান সাহেব নায়িকাদের কথা মোটেই ভুলতে পারেন না। কত নায়িকাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখলেন। বেচারা। পরে ঘুরে ফিরে এই হিমাদ্রী ঠাকুরের কাছেই "দি এন্ড"।
এ কি! বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ আমার হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিয়ে ---
শোন দেওয়ান এরা তো শর্মিলা ঠাকুর নয় এরা যেন ব্যানডিট কুইনের আপন খালাতো বোন।
তুমিতো শোননি অর্পন কি বললো, তাইনা ?
কি শুনিনি?
ও কিছু না। যাও - খাওয়া দাওয়া রেডি করো। আমরা একটা সিরিয়াস বিষয়ে আলাপ করছি। বলো অর্পন কোন শর্মিলা বসুর কথা বলছো।
শোন আমি কিন্তু খাওয়া রেডি করে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করতে পারবো না।
আচ্ছা ঠিক আছে আমি এক্ষুনি আসছি। - হ্যাঁ অর্পন বলো।

ভারতীয় লেখিকা গবেষক শর্মিলা বসু। এটা যদিও কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। বিস্ময়টা হোল বেশ কিছুদিন ধরে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর গবেষণা করেছেন। কি উদ্দেশ্যে কার পয়সায় কার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তা এখনো স্পষ্ট নয়।
তাতে হোলটা কি?
আহ্হা - আমাকে শেষ করতে দাও।
বেশ বলো।
তাঁর গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে শর্মিলা বসু দাবি করেছেন - বাংলাদেশে ১৯৭১ সনে যা ঘটেছে তা মূলতঃ একটা গৃহযুদ্ধ এবং এর জন্য পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক সরকার মোটেই দায়ী নয়। বরং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীরাই এর জন্য দায়ী। সামরিকজান্তা ইয়াহিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়াবাড়ির কারণে শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে বাঙালীদের দাবি অনুসারে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়নি। তারা এই সংখ্যাকে বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বে সহানুভূতি আদায় করতে চেষ্টা করেছিলো। এবং পাকিস্তানী সেনা বাহিনী দ্বারা বাংলাদেশে কোন নারী ধর্ষিত হয়নি। ধর্ষনের যে সমস্ত অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে সেগুলো সব মিথ্যে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবিদের হত্যা সাজানো ঘটনা। বরং পাকিস্তানের প্রতি অনুগত বাঙালীরাই বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করেছে। মাওলানা মান্নানের উদ্ধৃতি দিয়ে শর্মিলা বসু প্রমান করতে চেয়েছেন যে এই নরঘাতক মাওলানা মান্নানদের রাজাকার বলে নিগৃহীত করলেও এঁরা বাঙালীদের দ্বারাই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, মন্ত্রী হয়েছে এবং এখন মাওলানা মান্নান একজন মিডিয়া সম্রাট।
এ কথা কোথায় প্রকাশ পেয়েছে অর্পন?
সম্প্রতি মার্কিন ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট অনেক ঘটা করে সত্তর দশকে এই উপমহাদেশে তাদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কৃতকর্মের কিছু দলিল প্রকাশ করেছে এক সেমিনারের মাধ্যমে। সেইসব দলিলের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে যে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশকে সাহায্য করার কারণে "ডাইনী বুড়ি" বলে আখ্যায়িত

করেছেন। আর তাঁর গবুচন্দ্র মন্ত্রী কিসিঞ্জার ভারতীয়দের বলেছে "বেজন্মা"। দলিল প্রকাশ অনুষ্ঠানে তারা একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে মার্কিন ভূমিকার অনেক গোপন দলিলও প্রকাশ করেছে। সেই সেমিনারে ভারতীয় নাগরিক শর্মিলা বসু-কে একটি গবেষণা পেপার পড়ার জন্য আমন্ত্রন জানানো হয়েছিলো। সেই পেপারটি ছিলো- "এ্যানাটমি অব ভায়োলেন্স : এ্যান এ্যানালিসিস অব সিভিল ওয়ার ইন ইষ্ট পাকিস্তান ইন নাইনটিন সেভেনটি ওয়ান"। শর্মিলা বসু বাংলাদেশে তাঁর তথাকথিত গবেষনার ভিত্তিতে এই পেপার তৈরী করেছেন। পত্রিকায় পড়েছি এই শর্মিলা বসু হচ্ছেন নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসু-র বড় ভাই শরৎ বসু-র নাতনী। অর্থাৎ শিশির বসুর মেয়ে। শিশির বসু নিজেও একজন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক। সাহসী রাজনীতিবিদও। কথিত আছে প্রহরারত ব্রিটিশ সৈন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে এই শিশির বসুই গাড়ির ড্রাইভার সেজে ছদ্মবেশী নেতাজী সুভাস বসুকে কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ী থেকে বের করে লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন। শরৎ বসুও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন অনেক আগে। সোহরোয়ার্দীর সঙ্গেও তিনি রাজনীতি করেছেন।

সেই পরিবারের মেয়ে শর্মিলা বসু এমন একটা জঘন্য কাজে লিপ্ত হবেন ভাবাই যায় না অর্পন।

শোন দেওয়ান আলেমের ঘরে জালেম থাকে না এটাও অনেকটা তাই। পয়সা বুঝলে পয়সা। পয়সার জন্যই এরা বিক্রি হয়ে যায়। প্রথম বিক্রি হয় নিজের বিবেকের কাছে তারপর যার তার কাছে। আসলে ওঁকে দিয়ে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে এ কাজ করানো হয়েছে। তিনি যে কার স্বার্থে এমন কাজ করলেন তিনিই জানেন। তবে সময়ে সব বেরিয়ে আসবে।

আরে রাখো অর্পন - কোথাকার কোন অখ্যাত শর্মিলা বসু কি বলেছে কি লিখেছে তাই নিয়ে আমরা উত্তেজিত হচ্ছি। ওর কথায় কি আমাদের স্বাধীনতা মিথ্যা হয়ে যাবে? বিগত চৌত্রিশ বছর ধরে সাকা-নিজামী গো.আযম-মান্নানীরা কত কিছুইতো বললো - করলো। ঘড়ির দোলক চৌত্রিশ বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি - কোনদিনও পারবে না।

শোন দেওয়ান - সেটা হয়তো কেউ পারবে না তবে মনে রেখো - অনেক সময়ে পঁচা শামুকেও কিন্তু পা কাটে। ফলে শর্মিলা বসুর সাত-সতেরো একেবারে হেলাফেলা ব্যাপার নয়। ঘোলা পানিতে হয়তো বা মৎস্য শিকারের পাঁয়তারা।

সেটা সত্যি তবে অবাক লাগে দুনিয়ার এতো সব গবেষক থাকতে যাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর গবেষনা করেছেন/করছেন তাঁদের বাদ দিয়ে এই শর্মিলা বসুকে কেন আমন্ত্রন জানানো হোল? এখানে ছ্যাম চাচাদের কোন কু-মতলব নেই তো? কার লিংক যে কোথায় কিছুই বুঝতে পারিনা।

কু-মতলব যে নেই তাও বা বলি কি করে? ওদের কাছে ভারত এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরান্তে মার্কিনীদের সাথে ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এসেছেন। যে চুক্তির আওতায় তারা এখন থেকে ভারতকে নিয়মিত ভাবে যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করে যাবে। তারা চায় ভারত এই উপমহাদেশে শক্তিশালী হোক। অনেকের মতে মার্কিনীরা

পাক-ভারত উপমহাদেশে তাদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত করতে আরেকটা ইসরাইল স্থাপন করতে চায়। ওদের ভয় গণচীন যেন এতদ অঞ্চলের "দাদা" হতে না পারে।
ঠিকই বলেছো। এভাবে তো চিন্তা করিনি!
শুধু তাই নয় মার্কিনীরা ভারতকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করবার জন্যেও চতুর্মুখী তদবির শুরু করেছে। স্কটল্যান্ডের জি-৮ সামিটে যেখানে ভারতের সদস্যপদ নেই সেখানে উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে টেনে নিয়ে গেছে। ওদিকে গণচীনও বোধকরি ভাবছে আসপাশের প্রতিবেশীদের একটু খাতির যত্ন করা প্রয়োজন। তাইতো সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাত সাংগঠনিক সম্পাদককে আমন্ত্রন জানিয়ে নিয়ে গেলো। সামনের মাসে বোধহয় প্রধানমন্ত্রীও যাবেন।

শোন - ওই শর্মিলা বসু তার গবেষণা পেপারের টাইটেলে বলেছে "এ্যান এ্যানালিসিস অব সিভিল ওয়ার ইন ইষ্ট পাকিস্তান"। ওই ছদ্মবেশী গবেষককে বলতে হবে ওটা সিভিল ওয়ার নয়। ওটা বাঙালী জাতির মুক্তির যুদ্ধ। স্বাধীনতার যুদ্ধ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আহবানেই বাঙালী জাতি স্বাধীনতার যুদ্ধে নেমে দেশ স্বাধীন করেছে।

সেই স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতার মৃত্যুবার্ষিকী সমাগত। কথাটা মনে রেখো।
অবশ্যই।
আচ্ছা উইক এন্ডে কি আমাদের দেখা হচ্ছে?
সেটাও অবশ্যই।
তখন আমরা এ নিয়ে আরো কথা বলবো। খুব খিদে পেয়েছে। হিমাদ্রী ওদিকে খাওয়া নিয়ে বসে আছে।
হিমাদ্রী নয় হে - বলো হিমাদ্রী ঠাকুর - শর্মিলা ঠাকুরের আপন খালোতো বোন ----
এই আর হাসিও নাতো। রাখি।

(চলবে)